মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
ঢাকা , শনিবার, ১৪ এপ্রিল ২০১২

সূর্যোদয়ের দেশে বৈশাখী মেলা- প্রবাসে প্রাণের নির্যাস

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান

১১ মার্চ ২০১১। জাপানীদের মতো প্রবাসীদের জন্যও দিনটি ছিলা প্রলয়ংকরী। ভূমিকম্প, সুনামি, তারপর রেডিয়েশন আতঙ্ক। সংবাদ মাধ্যমে জানা গেল অনেক বিদেশী জাপান ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কয়েকটি দেশ স্পেশাল প্লেন চার্টার করে তাদের নাগরিকদের জাপানের বাইরে নেওয়া শুরু করেছে। অথচ বাংলাদেশ, প্রবাসীদের তোয়াক্কা না করে, টোকিও দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা দিয়ে শুধুমাত্র দূতাবাসের লোকজনদের সরিয়ে নেবার পায়তারা করছে!

ঠিক সেই সংকটময় সময়ে আমরা বৈশাখী মেলা নিয়ে আলোচনায় বসলাম, কারণ এগিয়ে আসছে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। কিছু, মতপার্থক্য ছিল। জাপানের এরকম একটা জাতীয় ট্রাজেডীর পরে বৈশাখী মেলা করাটা ঠিক হবে কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। অধিকাংশ বাংলাদেশী হয়তো জাপান ছেড়ে চলে গেছে, মেলা করলেও লোক সমাগম তেমন হবে না। শহরের সুপার মার্কেটগুলোতে খাবার নেই, পানি নেই, এ অবস্থায় কারো মেলায় আসার মানসিকতা থাকবে না। স্টল দিলে লোকসান হতে পারে। এ ধরণের নানা সংকট। মেলা পরিচালনা কমিটি কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলো, মেলা করতে হবে।

আয়োজক সংগঠন জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি বরাবরই প্রবাসীদের মতামতের গুরুত্ব দেয়। প্রবাসীরা মেলা করার পক্ষে বিধায় পার্ক নেওয়া থেকে শুরু করে মেলার দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হলো। প্রথম দিকে অবশ্য পার্ক কর্তৃপক্ষ, তোশিমা- কু কিছুটা দ্বিধায় ছিল। মেলার দিন নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৭ এপ্রিল ২০১১। কিন্তু ১১ মার্চ ভূমিকম্পের পরে তোশিমা- কু সহ সারা টোকিওতে সমস্ত মেলা- ফেস্টিভ্যাল অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। সারা এপ্রিল মাসে টোকিওর কোথাও কোন ফেস্টিভ্যালের প্রোগ্রাম নেই, সব বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এ অবস্থায় টোকিওর প্রাণকেন্দ্র ইকেবুকুরো পার্কে বিদেশীদের কোন মেলা হলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল কর্তৃপক্ষ। তবে তোশিমা- কু এর মেয়র আমাদের পক্ষে মত দিলেন। তাঁর একটা বিশ্বাস ছিল, মেলা প্রাঙ্গনে যারা শহীদ মিনার গড়তে পারে, শোকে মুহ্যমান জাপানীদের জন্য বিব্রতকর হতে পারে এমন কিছু তারা করতে পারে না।

আমরাও কিন্তু গতানুগতিক বৈশাখী মেলা করতে চাই নি। আমরা চেয়েছিলাম জাপানীদের দুঃসময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে। মহাপ্রলয়ে ছিটকে পড়া সবাই মেলার দিনটিতে আবার একসাথে মিলিত হয়ে সাহস সঞ্চয় করতে। তাই মেলার অনুষ্ঠানটিতে বাংলা নববর্ষ উদযাপন এর সাথে সাথে ভূমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য চ্যারিটি প্রোগ্রাম যোগ করা হলো। স্টেজ প্রোগ্রাম টিউন- ডাউন করে, ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের জন্য ব্যানার, ব্যাজ, ডোনেশন টীম তৈরী করা হলো।

স্টল দেবার সাড়া কম ছিল। তবে দীর্ঘ দিন যারা এই মেলাটিকে প্রাণের মেলা মনে করেন, তাঁরা ঠিকই স্টল দিলেন। এগিয়ে এলেন মেলার শুভানুধ্যায়ী স্পন্সররা। গাইয়েরা গলা সেধে নিলেন, বাজিয়েরা বাদ্যযন্ত্রের উপর থেকে মুছলেন ধুলোর আস্তরণ। অগণিত প্রাণ হরণকারি সেই দুঃসময়ের ঢেউকে বৈশাখী মেলার প্রাণোচ্ছাসে রুখে দেবার জন্য প্রস্তুত হলাম সবাই। মেলাকে সামনে রেখে ১২ এপ্রিল আমার একটি লেখা ছাপা হলো বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকায়। লেখাটির শেষ অংশটি এখানে আবারো তুলে দিলাম-

“টোকিওর ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ পার্কটিকে আমরা শহীদ মিনার পার্ক

বলি, কারণ ওখানেই রয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় শহীদ মিনার। ভূমিকম্প ও সুনামির কারণে অনেক বিদেশী ভয়ে জাপান ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু আমরা পালাবোনা। সুসময়ে জাপানীদের সাথে ছিলাম, দুঃসময়েও তাদের পাশে থাকবো। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমরা টোকিও শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবো। সারাদিন বৈশাখী মেলায় চ্যারিটি প্রোগ্রাম করে সংগৃহীত অর্থ তুলে দেবো ভূমিকম্পে ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের হাতে। আমরা বাংলাদেশী, দক্ষিন এশিয়ার ছোট্ট একটি দরিদ্র দেশ থেকে আসা হৃদয়বান সাহসী মানুষ"।

গত বৈশাখী মেলায় আমরা ঠিক তাইই করেছিলাম। সকাল থেকে জাপানের প্রত্যন্ত প্রান্তর থেকে দলে দলে আসতে শুরু করলো প্রবাসীরা। সেই সাথে জাপানীরাও! ক্রমেই মেলা প্রাঙ্গন পরিণত হলো এক বিশাল জনসমুদ্রে। প্রবাসে স্বজনের মুখ সেতো মুকুর। হাসি- আনন্দ প্রতিবিম্বিত হতে থাকলো ক্রমাগত। সুনামির চেয়েও বড় এক উচ্ছাসের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো মেলা প্রাঙ্গনে। সংগৃহীত ত্রাণ তহবিল লক্ষ থেকে অযুত অংকে পৌঁছালো। একে অপরকে নব বর্ষের সম্ভাষণ জানাতে জানাতে আমরা উপলব্ধি করলাম, এই বৈশাখী মেলা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য এক অনুষ্ঠান।

কবিগুরু বলে গেছেন, "উদয়ের পথে শুনি কার বানী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। এ বছর টোকিও বৈশাখী মেলা হবে ১৫ এপ্রিল। নানা বর্নিল আয়োজনের পাশাপাশি মেলা কমিটি গত বছরের মতো এবারেও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য দুর্গত এলাকায় অনুদান প্রেরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। তোশিমা সিটির মেয়রের হাতে সরাসরি তুলে দেওয়া হবে সেই অনুদান। ভূমিকম্পে দুর্গত জাপানীদের পাশে দাঁড়ানোর এই সুযোগ আমারা হারাবোনা, এ বছরও আমরা সবাই মেলায় যাবো। টোকিও বৈশাখী মেলা- প্রবাসে প্রাণের নির্যাস।

(লেখকঃ প্রধান সমন্বয়ক, টোকিও বৈশাখী মেলা)